ইত্তেফাক

তারিখ ৩০/৪/৭৪

পৃষ্ঠা ২ কলাম ৭

005

আজিমপুর লিটল এঞ্জেলস স্কুল প্রসঙ্গে

প্রেসিডেন্ট মন্ত্রিসভা গঠিত হইলে মহিলা বিষয়ক মন্ত্রী ডাঃ আমিনা রহমানের সংক্ষিপ্ত জীবনীতে লেখা হইয়াছিল, তিনি বেশ কয়েকটি শিক্ষায়তনের প্রতিষ্ঠাত্রী, যার মধ্যে অন্যতম হইতেছে। সর্বপ্রথম বাংলা মাধ্যম কিণ্ডার গার্টেন বিদ্যালয়—লিটল এঞ্জেলস স্কুল, আজিমপুর। সত্যিই আজিমপুর এষ্টেট (কলোনী) এলাকায় অবস্থিত এ বিদ্যালয় বিশেষ উল্লেখের দাবীদার। এর শিক্ষিকাগণ অত্যন্ত দরদ ও দায়িত্ব নিয়া ছেলেমেয়েদের পড়াইয়া থাকেন। ফলে এ বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার ভিত হয় অত্যন্ত মজবুত। প্রতিবছর গভর্ণমেন্ট ল্যাবরেটরি, ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি প্রভৃতি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় এ বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীগণ অনায়াসে উচ্চস্থান অধিকার করিয়া থাকে।

এহেন উত্তম বিদ্যালয়টি সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিতে চাই:

(১) বিদ্যালয়টির ইংরেজী নাম পরিবর্তিত হওয়া আবশ্যক। এক সময় 'নবাঙ্কুর বিদ্যালয়' নামকরণের কথা শুনিয়াছিলাম। আমাদের মতে সে নামটি সুন্দরই। (২) বিদ্যালয়টি কিণ্ডারগার্টেন রূপে স্থাপিত হইলেও সে বৈশিষ্ট্য সামান্যই বজায় আছে। বর্তমানে এখানে শিশুদের চিত্ত বিনোদনের ব্যবস্থা অতি সামান্যই বিদ্যমান। শিক্ষাদান প্রণালীও অনেকটা মামুলী হইয়া পড়িয়াছে। (৩) বিদ্যালয়টি থেকে প্রাইমারী বৃত্তি পরীক্ষা দেওয়ানোর ব্যবস্থা নাই। তাই অনেক অভিভাবক তাঁহাদের ছেলে-মেয়েদের অন্য বিদ্যালয়ে নিয়া যাইতে বাধ্য হন। (৪) দীর্ঘদিন ধরিয়া বিদ্যালয় পরিচালন কমিটির কোন নির্বাচন হয় নাই। ফলে কোন নতুন ধ্যান ধারণা প্রবর্তনের সুযোগ হইতেছে না। (৫) বিদ্যালয়টিকে প্রাইমারীতে সীমাবদ্ধ না রাখিয়া উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে পরিণত করা উচিত (৫ম শ্রেণী পর্যন্ত বালকদের জন্যও উন্মুক্ত রাখা)। এটা স্থানীয় চাহিদাও বটে। উল্লেখ্য যে, নিকটবর্তী বালিকা বিদ্যালয় দুইটি (আজিমপুর গার্লস স্কুল ও অগ্রণী বালিকা বিদ্যালয়) আজিমপুর এষ্টেটের বর্ধিত ছাত্রী সংখ্যার চাপ সহ্য করিতে পারিতেছে না। আমরা যতদূর জানি, বিদ্যালয়ের তহবিলে ভাল অর্থ জমা আছে। এর সংগে সরকারী অনুদান যুক্ত হইলেই বিদ্যালয়ের জন্য দ্বিতল ভবন নির্মাণ এবং আসবাবপত্রাদি ক্রয় করা সম্ভব।

আমরা বিষয়টির প্রতি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বিশেষ করিয়া প্রেসিডেন্টের মহিলা বিষয়ক মন্ত্রী ডাঃ আমিনা রহমানের আশু দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

—বেগম নূরজাহান, ২৮জে, আজিমপুর এষ্টেট, ঢাকা—৫।